তারিখ 26 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সংবাদ

অনলাইন-এসএমএসে

কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অনলাইনের ও এসএমএসের মাধ্যমে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রাত ১২টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ভর্তি কার্যক্রম চলবে ৯ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এবার ২০টি কলেজকে পছন্দক্রমে রাখা যাবে। এর মধ্যে অনলাইনে ১০টি এবং এসএমএসের মাধ্যমে ১০টি।

বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত টেলিটকের প্রি-পেইড সিম ব্যবহার করে আবেদন ফি জমা দিতে হবে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন গ্রহণ ও মেধাতালিকা তৈরির সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি।

এই কমিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ কলেজে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

কলেজে : ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমাদের শতভাগ প্রস্তুতি সম্পন্ন, আশা করছি সব ঠিকভাবে হবে। এসএসসি উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীই কলেজে ভর্তি হতে পারবে। কোন জটিলতা হবে না।'

ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৬ জুলাই। ভর্তির তালিকা শিক্ষার্থীদের এসএমএসে জানিয়ে দেয়া হবে। ওয়েবসাইট থেকেও শিক্ষার্থীরা তালিকা জানতে পারবে জানিয়ে কলেজ পরিদর্শক বলেন, আসনের বিপরীতে নির্বাচিত তালিকা থেকে ১৮ থেকে ২২ জুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আর অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি নেয়া হবে ২৩ থেকে ৩০ জুন।

এবার ১০ জুলাই একাদশ শ্রেণীতে ক্লাস শুরু হবে। তবে বিলম্ব ফি দিয়ে ১০ থেকে ২০ জুলাই ভর্তি হওয়া যাবে। বিগত বছরের মতো এবারও এসএসসি'র ফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

প্রথমবারের মতো গত বছর দেশের সব কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইন ও এসএমএসে শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হয়। ওই সময় কলেজে ভর্তিতে কারিগরি সহযোগিতার দায়িত্বে ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এবারও এই বিশ্ববিদ্যালয় এ কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

কারিগটি জটিলতার কারণে গত বছর বিড়ম্বনার শিকার হয় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী; বিজ্ঞানের কলেজে বাণিজ্যের শিক্ষার্থী, গার্লস কলেজে ছেলেদের ও ছেলেদের কলেজে মেয়েদেরও ভর্তির জন্য মনোনীত করার ঘটনাও ঘটে। একপর্যায়ে নির্ধারিত সময়ের তিন দিন পর গত বছর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছুদের প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি। পরবর্তীতে আরও কয়েক দফা ভর্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়।

ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী এবার একবারেই কলেজে ভর্তির মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। মেধা তালিকা থেকে ভর্তি শেষে অপেক্ষমাণ থাকা শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবে। অনলাইন বা এসএমএসে কোনো অসত্য তথ্য দিয়ে আবেদন করলে তা বাতিল ছাড়াও চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল করা হবে। অনলাইন বা এসএমএসে আবেদনে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। একজন আবেদনকারী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে সব কলেজেই তার মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

ভর্তি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'এসএমএসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির ফল জানিয়ে দেয়ার সঙ্গে একটি গোপন পিন নম্বর দেয়া হবে। কলেজে কর্তৃপক্ষ এই পিন এন্ট্রি করে শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চিত করবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি নিশ্চিত করলে শিক্ষার্থী তার মোবাইলে একটি এসএমএস পাবে।'

এ ব্যাপারে ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, 'যে কলেজের জন্য যতগুলো আবেদন পড়বে ওই কলেজ কর্তৃপক্ষকে সেই তালিকা দিয়ে দেয়া হবে। সব কলেজের আসন সংখ্যার সমানসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ওই কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত তালিকায় রাখা হবে, বাকিরা থাকবেন অপেক্ষমাণ। অর্থাৎ কোনো কলেজে ৬০০ আসনের বিপরীতে পাঁচ হাজার আবেদন পড়লে মেধানুযায়ী ৬০০ জনকে নির্বাচিত তালিকায় রাখা হবে, বাকিরা থাকবেন অপেক্ষমাণ।'

যেভাবে আবেদন

অনলাইনে আবেদনের আগে টেলিটকের প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহার করে ১৫০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে। এজন্য ঈঅউ লিখে স্পেস দিয়ে ডউই লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নাম লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে পাসের সাল লিখে স্পেস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে আবেদনকারীর নাম, শিক্ষা বোর্ড, পাসের সাল ও রোল নম্বর জানিয়ে ১৫০ টাকা আবেদন ফি কেটে নেয়া হবে এবং একটি পিন নম্বর দেয়া হবে। ফি দিতে সম্মত থাকলে মেসেজ অপশনে গিয়ে ঈঅউ লিখে স্পেস দিয়ে ণউঝ লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত একটি মোবাইল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফি জমা হওয়ার প্রার্থীর মোবাইলে নিশ্চিতকরণ ট্রানজেকশন আইডিসহ এসএমএস আসবে। মোবাইল ফোনে টাকা জমা দেয়ার পর াাা.রিপষধংংধফসরংংরড়হ.মড়া.নফ গিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন করতে হবে। টেলিটকের প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহার করে এসএমএসের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দশটি কলেজে আবেদন করা যাবে। এসএমএসে আবেদন করতে ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে ঈঅউ লিখে স্পেস দিয়ে ভর্তিচ্ছু প্রতিষ্ঠানের উওওঘ (এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ভর্তিচ্ছু গ্রুপের কি-ওয়ার্ডের দুই অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে পাসের সাল লিখে স্পেস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে, ভর্তিচ্ছু শিফটের নামের প্রথম অক্ষর (শিফট না থাকলে ঘ দিতে হবে) লিখে স্পেস দিয়ে ভার্সনের প্রথম অক্ষর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে।

গত ১১ মে প্রকাশিত এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন।